ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

ফিচার-১৭

আগরতলা,১৫ফেব্রুয়ারি,২০২৪

আগরতলা বইমেলায় একদিন

।।চিরশ্রী দেবনাথ।।

ধুলো উড়িয়ে বসন্তের প্রথম বৃষ্টির মতো আবারো এসেছে বইমেলা। মেলা কর্তৃপক্ষ সযত্নে সাজিয়েছেন মেলা প্রাঙ্গন। সেখানে দাঁড়িয়ে কোনো তরুণী কবি। একহাতে নিজের জমানো টাকায় প্রকাশিত শীর্ণ একটি কবিতার বই। প্রকাশককে দু একবার ভীরু কন্ঠে জিজ্ঞেস করেছে বিক্রি হয়েছে নাকি একটাও। বিরক্ত হয়েছেন প্রকাশক। বার বার জিজ্ঞেস করবেন নাতো। তরুণ কবিদের লোকজন চেনেই না, কিনবে কেন শুধু শুধু আর তাছাড়া জেনে রাখুন কবিতার বই বিক্রি হয় না। গল্প, উপন্যাস লিখুন অথবা প্রবন্ধের বই। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য কিনে নিয়ে যাবে সরকার। তবে প্রকাশ করলেন কেন আমার বই, তরুণীর ভেতর থেকে উঠে আসে শানিত অভিমান। আপনি টাকা দিয়েছেন আমি ছেপেছি, এরপর যা হবার হবে। হঠাৎ এই বিশাল বইমেলাকে কেমন যেন নিঃসঙ্গ মাঠের মতো মনে হয়। তরুণী কবি ভাবতে থাকেন তিনি তো কবিতা ছাড়া কিছু লিখতে জানেন না। বই লিখলেই কি বিক্রি হতে হবে। না হলে না হোক। বইমেলার হাজারো জৌলুসে এক কোণায় না হয় তার বইটি পড়ে থাকবে একবুক কষ্ট নিয়ে, বইমেলা শেষ হলে সমস্ত অবিক্রিত কপি নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে বাক্সবন্দি করে ফেলবেন। এইসব মনখারাপের মধ্যে তরুণীর কাছে এগিয়ে আসে প্রিয় এক বন্ধু। পিঠ চাপড়ে বলে বইমেলায় স্বাগত, তোর বই বেরিয়েছে শুনে খুব খুশি হলাম রে, বই লিখবি, তবে বিক্রির কথা একদম ভাববি না। তরুণী অবাক হয়ে বলে বারে! তাহলে এতো এতো বই কেন? মানুষ কিনবে বলেই তো। কেনো জানিস না নতুন প্রজন্ম বাংলা পড়তে চায় না। তুই বরং ইংরেজিতে লেখ। এখনের ছেলেমেয়েরা পড়বে। বা তোর লেখা বই ইংরেজিতে অনুবাদ করা। তাহলে হয়তো কিছু কাটতি হবে। মেয়েটির মন আরও নিথর হয়ে আসে। সে একটি ভাষাই শুধু জানে। ভাষাটির নাম বাংলা। মাতৃভাষা। এখন তবে মাতৃভাষায় বই লিখে লাভ নেই। লিখতে হবে ইংরেজিতে। এইসব অবাধ্য অনুভবকে কি করে অনুবাদ করবে সে। ‘‘ভোরের পাখির ডাক বহুদিন শুনিনি / তখন আমি ঘুমোই / ঘুম থেকে উঠে দেখি / চারপাশে পড়ে আছে / নীড় ছাড়ার আগের ব্যস্ততা / সেসব মাড়িয়ে যেতে যেতে / আমার ভেতরে জেগে ওঠে অরণ্যের হাতছানি ’’/ এই লেখার কি অনুবাদ হবে?

২-এর পাতায়

মাতৃভাষার অনুভবকে অনুবাদ করা যে খুব কঠিন। বাংলাভাষা তবে হাল ছেড়ে দিয়েছে। জমি ছেড়ে দিয়েছে ইংরেজি ভাষার জন্য। এদিকে উপচে পড়ছে বাংলা ভাষায় লেখা গল্প উপন্যাস কবিতার বই। এখনো লেখালেখির জগতে যারা আছেন তারা নব্বইএর দশক বা একবিংশতকের প্রথম ভাগ, অধিকাংশই বাংলা মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রী। যারা পরীক্ষার খাতায় বাংলা রচনা কমন না পড়লে খুশি হতো। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখতে পারত অপূর্ব সব বাংলা রচনা। তারপরই আস্তে আস্তে ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া নতুন প্রজন্ম এসেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ লিখছে এবং অবশ্যই ইংরেজিতে। বাংলা বইয়ের জগতে তাই নামছে এখন এক অসম প্রতিযোগিতা। বইমেলা চলছে। স্টলে স্টলে মানুষের ভিড়। প্রত্যেকের হাতেই ব্যাগ। সকলেই তো বই কিনছে। মেয়েটিও চানাচুরের ঠোঙা হাতে নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মেলায় হেঁটে বেড়াচ্ছে। নিচু করে শাড়ি পরেছে। নীলরঙের খাদি শাড়ির পাড়ে অল্প অল্প ধুলো লাগছে। মানুষের হাতে বইয়ের প্যাকেট দেখলেই সে উচ্ছসিত হয়ে উঠছে। দেখ দেখ কত্ত বই কিনছে লোকে। কিন্তু তোর বই নয় এমনকি রাজ্যের লেখকদের বইও নয়। বলিস কি! তাহলে কি কিনছে? হয়ত ডিকশনারি বা কম্পিটিটিভ এক্সামের বই অথবা সারা বছর ধরে ভেবে রাখা বিখ্যাত লেখকদের বই। তাহলে আমরা লিখছি কেন। কত বই বেরিয়েছে এবারও দেখ। স্টলে স্টলে রাজ্যের লেখকদের বই। এসব কি মানুষ হাতে তুলে নেবে না। এতো ভেঙে পড়ছিস কেন? নিশ্চয়ই নেবে কোনোদিন। অনেক আগে দেখ রাজ্যে এতো প্রকাশনা ছিল না। মানুষ তার নিজস্ব সৃষ্টিকে ছাপার অক্ষরে দুই মলাটের ভেতর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকত। কলকাতা থেকে গুটিকয় বই প্রকাশিত হয়ে আসত। অবশ্য তুই সেই যুগ দেখিসনি। তোর জন্মই তো শূন্যদশকে। তখন থেকে রাজ্যে ধীরে ধীরে বই প্রকাশ হতে শুরু করেছে। এমনভাবে বলছিস যেন তোর বয়সের গাছ পাথর নেই। তোর জন্ম বহুযুগ আগে হয়েছিল। আরে একটু জ্ঞান ঝাড়লাম আর কি। বইমেলায় মানুষ জ্ঞান ঝারে, গান গায়, গিটার বাজায়, বই নিয়ে তর্ক করে, ফুড কোর্টে গিয়ে চানাচুর খায় আর অল্পস্বল্প বই কেনে। তাই বুঝি? হ্যাঁ তাই।

আগরতলা বইমেলা এখন কী সুন্দর তাই না। দেখ কত বড় মেলা প্রাঙ্গন। সাজানোগোছানো। বড় বড় শহরের বইমেলার মতো লাগছে। তা লাগছে। তবুও মনের কোণে এক অনন্ত হতাশার জন্ম হয়। মনে হয় যারা বাংলাভাষায় সামান্য লেখালেখি করে মানুষকে আনন্দ দেবে, লেখক হয়ে থাকবে আজীবন, তাদের মন খারাপটা যেন মেঘের মতো ছেয়ে যাচ্ছে, যখন ছেলেটা বা মেয়েটা বলে "বাংলাটা ঠিক আসে না আমার।" প্রজন্ম তৈরি করতে না পারলে সাহিত্যের জগতটাই যে একসময় আবর্জনার স্তুপে পরিণত হবে। এতো হতাশ হোস নাতো। তবুও আমরা বই বের করবো। প্রত্যেকবছর ধুলো মেখে ঘুরে বেড়াব। একুশে ফেব্রুয়ারির দিন হাতে তুলে নেবো নতুন লেখকের বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বই। আশা করা ছাড়া যে আর কোনো স্বপ্ন দেখতে জানি না রে!

(৪২তম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ।)

*****